দৈনিক বাংলা
তারিখ ... 12 OCT 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

131

পাঁচ ঘন্টা গোলাগুলির পর ক্যাম্পাস থমথমে

পরিস্থিতি মোকাবিলার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেইঃ সিন্ডিকেট

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

বৃহস্পতিবার রাতের প্রচন্ড গোলাগুলির পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন এক থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। ঐদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ ঘন্টা ব্যাপী সংঘর্ষে দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে পাঁচ শতাধিক রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (শা–অ) সমর্থকদের মধ্যে ঐ বন্দুক যুদ্ধে কেউ হতাহত না হলেও যুদ্ধের প্রকৃতি ছিল ভয়াবহ। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় গোলাগুলি শুরু হওয়ার পর তা রাত একটা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। রাতের অন্ধকারে গেরিলা কায়দায় এক পক্ষ অন্য পক্ষের অবস্থানের উপর হামলা চালায়। সাড়ে সাতটা থেকে নয়টা পর্যন্ত জহুরুল হক হল ও মুহসিন হলের মধ্যে গোলাগুলি চলে। পরে তা পুরো ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে। রাত সাড়ে নয়টায় ছাত্রলীগ (শা–অ) সমর্থকরা অগ্রসর হয়ে কলাভবন ও নীপা ভবন এলাকায় অবস্থান নেয় এবং এখান থেকে গুলিবর্ষণ করে। এ সময় একদল ছাত্রলীগ কর্মী ডাকসু ভবন আক্রমণ করে এবং ইটপাটকেল ছুঁড়ে ভবনের জানালার কাচ ভাঙচুর করে। রাত দশটার দিকে ছাত্রলীগ এ অবস্থান ছেড়ে সরে আসে। দ্বিতীয় দফা ভয়াবহ গোলাগুলি শুরু হয় রাত সাড়ে বারটায় ছাত্রদল কর্মীরা জগন্নাথ হল আক্রমণ করার পর। ছাত্রদল কর্মীরা টিএসসির মোড় থেকে আক্রমণ পরিচালনা করে। ছাত্রলীগ (শা–অ) কর্মীরা জগন্নাথ হলের ভেতর থেকে

(৪–এর পৃঃ ৭–এর কঃ দ্রঃ)

বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই : সিন্ডিকেট

(প্রথম পৃঃ পর)

গুলি করে তার প্রত্যুত্তর দেয়। রাত একটা পর্যন্ত দুপক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়।

বৃহস্পতিবার রাতে সংঘর্ষের সময় ক্যাম্পাসের অনেক, ছাত্র–শিক্ষক বাইরে আটকা পড়েন। এদের অনেকেই রাতে হলে বা বাসায় ফিরতে পারেননি।

গতকাল সারাদিন ক্যাম্পাস ছিল থমথমে। নতুন করে কোন সংঘর্ষ না হলেও বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে যুদ্ধের প্রস্তুতি রয়েছে দুপক্ষেরই। প্রত্যক্ষদর্শী একজন ছাত্র জানিয়েছেন, গতকাল মাইক্রোবাসে করে কলাভবন সংলগ্ন একটি হলে অস্ত্র আনা হয়। হলে হলে অস্ত্রধারীরা পাহারা বসিয়েছে।

এদিকে গতকাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ দিনের শরৎকালীন ছুটি শুরু হয়েছে। এই ছুটি এবং ক্যাম্পাস পরিস্থিতির কারণে অনেক ছাত্র–ছাত্রী গতকাল হল ছেড়ে বাসায় চলে যায়।

সিন্ডিকেটের আহ্বান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট গতকাল এক জরুরী সভায় মিলিত হয়ে বলেছে, কাম্পাসে সন্ত্রাস যে রূপ ধারণ করেছে তা মোকাবেলার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনা নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় ক্যাম্পাসে ক্রমবর্ধমান সহিংসতায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর গত তিন সপ্তাহে প্রতিদিনই ক্যাম্পাসে ছোট–বড় সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে। ক্যাম্পাসে ছাত্র–ছাত্রীদের জীবনাশংকার সম্ভাবনা এখনো দূরীভূত হয়নি। চাত্র সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দের তাদের সংগঠনের সমর্থকদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ আছে কিনা সে বিষয়ে সভায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়।

সভায় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি আবারও সমঝোতার আহ্বান জানানো হয়।

ডাকসুর প্রতিবাদ

ডাকসুর ভিপি আমানউল্লাহ আমান ও জিএস খায়রুল কবীর খোকন এক যুক্ত বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলাগুলি ও ডাকসু ভবনে হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন। এর জন্য তাঁরা ছাত্রলীগকে (শা–অ) দায়ী করে বলেন, গণতন্ত্র ও দেশের স্থিতিশীলতা নস্যাৎ করার জন্যই এসব করা হচ্ছে।

ডাকসু ভবনে হামলা ও ভাঙচুরের প্রতিবাদে গতকাল ক্যাম্পাসে ডাকসুর উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ডাকসু ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে খায়রুল কবীর খোকন ও নাজিমউদ্দীন আলম বক্তৃতা করেন।